Aaratrika

Table of contents

From the President's desk

Art work - Aishiki, Saumyi, Aratrika, Sunayana

La Nuit Chicago – Amit Nag

Nostalgia – Mita Mukherjee

Poems – Bipasha Bhattacharya

Empty Containers – Roshmi Bhaumik

The Holder – Aaratrika Gupta

Poems - Kakoli Chakroborty

Love and Lost – Purba Chatterjee

My Dad My Hero – Gopa Mukherjee

Karkat - Roshmi Bhaumik

Goodbye...till we meet again! - Anuradha Kamath

F -16 Thunderbirds – Ruchira Ray Burman

Vidyasagar – Abhijit Sengupta

Rain in September – Ananya Dasgupta

Poem – Samir Biswas

খোলা মাঠের বায়োস্কোপ - অমিত নাগ

Poems – Mita Mukherjee

From the President's Desk – Soma Bhattacharya

First, I would like to extend a congratulation to us all – we made it so far, and that is a big deal considering the volatile nature of the world around us. I feel incredibly fortunate today as I sit at my desk and pen down a thank you note to you all. The past year and a half has been quite a ride. We survived as a community and came back stronger than ever before. None of this would have been possible without you all. You support and hard work has kept Milonee standing tall. The community is eternally grateful to you all.

Last year, to preserve the sanctity of puja continuation, the Milonee executive committee offered our prayers at the Hindu Temple of Colorado, not knowing what the following year would bring us. Here we are today, celebrating every Bengalee's most pivotal festival, Durga Puja. This would not have been possible without your continued patronage.

The last year and a half, has taught us a lot of things. I feel the most important being the art of compromise and how to make do with little. There are so many around us who are less fortunate than us. Following the theme, the Milonee Executive committee 2021, has tried to reduce waste and adjust wherever possible. That might reflect in the less than usual design and decorations of the puja pandal. We have also tried to cut down cost by preparing food items ourselves instead of catering and simplifying the menu where possible. We might even have to enforce mask mandate during puja. We apologize for these changes in advance, but please know that this was the best we could do under the unusual and difficult circumstances around this year's puja.

I sincerely hope, along with all of you, that this phase passes and things get back to normal. But let us not forget the learnings, and let us not forget to love and respect each other. Let us all come together with our hands joined in prayer and harmony, and welcome Maa Durga.

Thank you,

Soma Bhattacharya

La Nuit Chicago

অমিত নাগ

প্রায় দৌড়েই গেটে পৌঁছে হাঁফাচ্ছি। স্যান্ডউইচের দোকানে একটু বেশি সময় নিয়ে নিয়েছে। প্লেন চিকাগো পৌঁছতে বেশ রাত্তির হয়ে যাবে। তখন ঘরে ফেরার তাড়া থাকবে। তাই প্লেনে ওঠার আগে ডিনার সেরে রাখলেই ভালো। কিন্তু যা দেরি করিয়ে দিলো দোকানে। ভয় হচ্ছিল হয় তো বোর্ডিং এতক্ষনে শেষ হয়ে গেছে। অথচ এখন দেখছি বোর্ডিং শুরুই হয় নি। এই এক হয়েছে এয়ারলাইন্স গুলোর। বেশির ভাগ সময় আজ কাল আর টাইম মেন্টেন করতে পারে না। তার ওপর প্রতিটি ফ্লাইট ওভারবুকড। বৈধ টিকিট থাকলেও সিট্ যে একটা পাওয়া যাবে তার গ্যারান্টি নেই। সবাই বেশ বিরক্ত মুখে বসে বা দাঁড়িয়ে। এদের কিছু জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই একটু দূরে দাঁড়ানো কম বয়সী শান্ত মুখের ছেলেটার কাছেই প্লেন দেরির কারণটা জানতে চাই। তার উত্তরটাও বেশ অদ্ভুত। যে যে সাধারণ কারণে প্লেন লেট করে সে সব নয়। চিকাগোতে রানওয়ের ওপর নাকি একটা বড়সড় প্লেনে আগুন ধরে গেছে। আর তাই যে সব জায়গা থেকে প্লেনেদের চিকাগো অভিমুখে রওনা হবার কথা সেখানকার এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের বলা হয়েছে প্লেনগুলো যেন ধরে রাখা হয় যতক্ষণ না ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ওকলাহোমা সিটি থেকে আমাদের প্লেনও তাই ছাড়তে পারছে না। ফলস্বরূপ চিকাগো পৌঁছতে মাঝরাত হয়ে গেলো।

পৌঁছেও কি আর নিশ্চিন্ত হবার উপায় আছে। দুনিয়ার যত প্লেন বোধহয় সব এক সঙ্গে এখানে ল্যান্ড করেছে আজ এই রাত্তিরে। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে মহা লাইন। ট্যাক্সি পেতে পেতে মধ্যরাত পেরিয়ে গেলো দেখতে দেখতে। ক্লান্ত শরীরটা কোনোমতে টেনে টুনে ট্যাক্সির ভেতরে ঢুকিয়ে সবে হেলান দিয়ে বসেছি। তখনও বুঝি নি কি আশ্চর্য্য বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য।

চুপ চাপ এই পৌনে একঘন্টার জার্নি করা আমারপক্ষে বেশ কষ্টকর। তা ছাড়া এই ট্যাক্সিওয়ালাদের সাথে গল্প করতে আমার বেশ লাগে। এর বেশির ভাগই ইমিগ্র্যান্ট। সারা পৃথিবীর কত না বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে এরা। আর কত বিচিত্র আর অনন্য এদের প্রত্যেকের কাহিনী। আমার আজকের চালকটি রুমানিয়ার মানুষ। রুমানিয়া সম্পর্কে আমার জ্ঞান ওই ছোটবেলায় স্কুলের ভূগোলে পড়া রুমানিয়ার

রাজধানী বুখারেস্ট, আর আনন্দবাজারে পড়া টুকটাক খবর অবধি। তাই রুমানিয়া শুনে বললুম , ও রুমানিয়া যার ক্যাপিটাল বুখারেস্ট, যেখানে ডিক্টেটর চাওসেস্কু অনেক দিন কঠোর হাতে দেশ শাসন করেছিল, অনেক পুরোনো দুর্গ আছে, ড্রাকুলার দেশ তো? লোকটা মুচকি হাসলো একটু তারপর জিজ্ঞাসা করলো আমি কোথা থেকে এসেছি। ইন্ডিয়া শুনে বললো - ডেমোক্র্যাটিক দেশ, ক্যাপিটাল নিউ দিল্লী, বিরাট বড় শহর। ত্রিশের ওপর অফিসিয়াল ভাষা তোমাদের দেশের, এছাড়াও আছে অজস্র ডাইলেক্ট, এক বিলিয়ন এর ওপরে লোক, সেকেন্ড অনলি টু চায়না। এমন কি তোমাদের পাশের ছোট দেশ বাংলাদেশের লোক সংখ্যাও আমেরিকার প্রায় অর্ধেক। ভেরি হাই পপুলেশন ডেনসিটি তোমাদের আর তোমাদের প্রতিবেশী দেশ গুলোর। কত খবর রাখে লোকটা। আমি বেশ ইম্প্রেসেড এর মধ্যেই। বেশ ইন্টারেষ্টিং লোক দেখছি তো। একটু কাল্টিভেট করতে হচ্ছে।

আমি কাল্টিভেট করার সুযোগ পাবার আগেই আস্তে করে জিজ্ঞাসা করলো তুমি মির্চা ইলিয়াড এর নাম শুনেছো। কানের ভেতর মির্জা গালিব নামটা ঢুঁ মারছিলো। সে নাম আর এ কি করে জানবে। তাই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কি নাম বললে ? দ্বিতীয়বার মির্চা ইলিয়াড শুনে খুব চেনা চেনা লাগছিলো। কোথায় কবে যেন শুনেছি এ নাম। হটাৎ সুদূর অতীত থেকে এক সার দৃশ্য চোখের সামনে এসে হাজির। ক্লাস টেন হবে তখন হয়তো। বড় হই নি পুরোপুরি আবার নেহাৎ বালকও নই আর। বড়োদের নিষিদ্ধ জগতের টান উপলব্ধি করতে শুরু করেছি একটু একটু। তখনি এক এঁচোড়ে পাকা কিশোর বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ওর দিদির থেকে লুকিয়ে চুরি করে আনা "ন হন্যতে" পড়ে ফেলেছিলাম। সেখানেই শুনেছিলাম গল্পের নায়কের এমন একটা নাম। গল্পে অবশ্য মির্চা ইলিয়াড লেখা ছিল লেখিকার প্রেমিকের নাম। কি যে দাগ কেটেছিল আমাদের কোমল মনে। ধুতি পাঞ্জাবি পরা, শান্তিনিকতেন আর কলকাতায় কলেজে পড়তে আসা বিদেশী ছেলের সঙ্গে আধুনিক প্রগ্রেসিভ বাঙালি অধ্যাপকের অত্যাধুনিক অল্প বয়সী মেয়ের প্রেমের গল্প দারুন রেখাপাত করেছিল হৃদয়ে।

মির্চা ইলিয়াড কম্পারেটিভ রিলিজিওন স্টাডির প্রফেসর ছিলেন এই চিকাগোতে। এখানেই মারা যান তিনি ৮৯ বা ৯০ সালে, এখানেই তার কবর। বিখ্যাত রোমানিয়ান, বিশ্বজোড়া তার খ্যাতি তুলনামুলক ধর্মের প্রফেসর হিসেবে। শুধু তার কবর দেখতে কত লোক যে চিকাগোতে আসে। আমি তাদের অনেককে নিয়ে যাই মির্চা ইলিয়াড এর কবর দেখাতে, লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে বলে গাড়ী চালাতে চালাতে। জানো উনি ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন হিন্দু ধর্মকে জানতে। তার পর ওখানে এক জন প্রফেসর এর মেয়ের প্রেমে পড়ে যান। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বিড়বিড় করে বলতে থাকে , ...মিত্রে, মাত্রেই, না না মৈত্রেয়ী প্রায় নির্ভুল উচ্চারণে। আশ্চর্য, ভাবতেই পারি নি এই মাঝ রাতে, এই চিকাগোর রাস্তায় , একজন রোমানিয়ান ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে ইংরেজি বলা ট্যাক্সি ড্রাইভার এর কাছে মৈত্রেয়ীদেবী , মির্চা ইলিয়াড, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ এই নাম গুলো শুনতে পাবো। আমার ধারণা ছিল মির্চা ইলিয়াড ফরাসী। ওনার বই ""La Nuit Bengali" তো ফরাসীতেই লিখেছিলেন।
লোকটির ইন্ডিয়ার প্রতি আকর্ষণ খুন ঘনিষ্ট। তবে সে একজন গর্বিত রোমানিয়ানও বটে। সগর্বে ওদের দেশের কয়েকজন বিশ্বশ্রেষ্ঠ মানুষের কথা বলে। মিউজিক কম্পোজার জর্জ এনেস্কু , অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নাদিয়া কোমানেচি। আরও এক জনের নাম মনে করতে চেষ্টা করেও পারছিলো না বলে খুব আফসোস করছিলো। আমি বললাম নাদিয়া কোমানেচি, জিমনাস্টিকে প্রথম দশে দশ পেয়েছিলো , অসম্ভব সুইট

দেখতে, সেই সত্তরের দশকে শেষে রাতারাতি সারা পৃথিবীর ডার্লিং হয়ে গিয়েছিলো যে মেয়ে। খুবই খুশী হলেন মানুষটি। আরো বললেন, জানো ও এখন এক জন আমেরিকান এথেলিটকে বিয়ে করে ওকলাহোমা সিটি তে থাকে। আমি বললুম সে কি। আমি তো এখন ওকলাহোমা সিটি থেকেই আসছি। আগে জানলে নাদিয়া কোমানেচির বাড়ির পাড়ার আশেপাশে না হয় ড্রাইভ করে আসতাম। হয়তো জানলা দিয়ে দেখতাম নাদিয়া কোমানেচি ডিনার টেবিল এর ফুলদানি গুছিয়ে খাবার সাজিয়ে রাখছে টেবিলে। দেখতাম কেমন গৃহিনী হয়েছে সেই সুন্দর ছোট মেয়ে। ছোট বেলায় যে সব মেয়েকে ভালো লাগতো স্কুলে, কোচিং ক্লাসে বা রাস্তায়, কতবার সাইকেল নিয়ে তাদের পাড়ায় ঘোরাঘুরি করেছি অকারণে। যদি একবার দেখা হয়ে যায়। আর এতো নাদিয়া কোমানেচি বলে কথা। এদেশে অবশ্য ও রকম করলে স্টকিং এর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হতে পারে।

আচ্ছা গোলাপকে তোমরা হিন্দি তে কি বোলো। আমতা আমতা করে বলি গুলাব। না না , লোকটা জোরে জোরে ঘাড় নাড়ে। অন্য কোনো শব্দ ভাবো। বেশ বুঝতে পারছি ,আর একজন রোমানিয়ান এর নাম যা আমায় বলতে চায়, যার নাম ওর কিছুতেই মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে, সেটা মনে করতে না পেরে শান্তি পাচ্ছে না। বললো জানো, এ আরেকজন বিখ্যাত রোমানিয়ান মহিলা ইন্ডিয়াকে ভালোবেসে , হিন্দি শিখে সারাজীবন হিন্দি গান গেয়ে বেরিয়েছে সারা পৃথিবী। ওই যে সেই গানটা। বলেই গুনগুন করে ওঠে , "ইচিক দানা, বিচক দানা, দানে উপর দানা , ইচিক দানা।" কে গেয়েছে এই গান - সামসাদ বেগম, গীতা দত্ত, লতা ভাবতে থাকি। দাঁড়াও , আমার এক বন্ধুকে ফোন করি। ওর খুব ভালো মেমোরি। সব কিছু মনে রাখতে পারে এখনো। যা বলা তাই কাজ। ফোনে নিজের ভাষায় কথা বলতে থাকে লোকটা গাড়ী চালাতে চালাতেই। একটা দুটো শব্দ চিনতে পারি , ইন্দু , বোম্বে। আর তার পরেই এই তো পেয়েছির মতো অভিব্যক্তি - হ্যাঁ, হ্যাঁ, নার্ঘিতা। আমি ভাবছি নার্গিস না কি। কিন্তু নার্গিস তো যতদূর জানি ভারতীয়ই ছিল। ফোন রেখে লোকটা নতুন উৎসাহে বলতে থাকে রোমানিয়ান নার্ঘিতার গল্প। হিন্দি সিনেমা, রাজকাপুর, আর হিন্দি গান ভালোবেসে নার্ঘিতা কেমন ইন্ডিয়াতে গিয়ে গান শিখে সারা পৃথিবীতে হিন্দি গান গেয়ে বেড়াতো, সেই গল্প। বললো বাড়ি গিয়ে গুগল সার্চ করো সব জানতে পারবে।(http://anarkali-zakuro.blogspot.com/.../naarghita-music...)

কথায় কথায় পথ শেষ হয়ে এলো কিছু বুঝে ওঠার আগেই। গাড়ি থামিয়ে, লোকটা বললো, ভাড়া হয়েছে একশো আশি ডলার। সাংঘাতিক কান্ড! অনেক সময় বাজেট এয়ারলাইন্স এ,ষাট ডলার এ প্লেন এর টিকিট পাওয়া যায় মাঝে সাঝে, আর এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ী ফেরার ট্যাক্সি ফেয়ার তার তিনগুণ? তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম এতো রাত্তিরে মিটার এর ৫০% বেশি দিতে হবে বলে লোকটা। তা অবশ্য বলেছিলো বটে, তা বলে এতো! ভাড়া চুকিয়ে নামতে নামতে ভাবি, লোকটার ঝুলিতে যাত্রী অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের উপযোগী এ রকম নানান গল্পের স্টক আছে নাকি। ব্যাপারটা কেমন যেন সন্দেহজনক। অথবা হয়তো এতো রাত্তিরের ন্যায্য ভাড়া এমনটাই। আমি শুধু শুধু অন্যায় চিন্তা করছি।

সে যাক গে যাক। একটা আশ্চর্য্য মানুষের সাথে মোলাকাত তো হলো। আর তেমন ক্লান্তও তো লাগছে না দেখি, এই লম্বা সফরের পরে মাঝরাত্তিরে চিকাগো ফিরেও। দিব্বি একটা La Nuit Chicago গোছের অভিজ্ঞতা হলো আজ রাত্তিরে।

NOSTALGA—-

Mita Mukherjee

Suddenly nostalgia hits me—small little incidents come to the surface, I am transported back in time—shei chotobelakar katha!

I was probably around 7 years old! My mother, against all advice from other elders, had admitted me to a "catholic" convent school— St. Mary's convent!

"They will turn her into a Christian— what is wrong with Kalidhon institution? It is 2 doors down!" Her shashur bari and my baper bari, meaning my grandmother (thakuma/ aunt/ uncle / pishi/ kaka/) were vehement in their protests but my mother didn't budge! Am I glad she didn't!

My first day at school was a nightmare I remember. Mother Margaret greeted me, even though She had a sweet smile, the nun's habit scared me! She looked like a ghost with her black habit trailing behind her, a black veil billowing behind her— I started screaming and would not let go of my mom; A lady in a sari finally came and calmed me down.

After a few months down the line, I was totally enamored with the nun's habit.

It was my routine to go up to the terrace after school, when everybody was taking their nap and I was left to my own devices, I would dress up as a nun!

When winter approached, my father had this passion for planting "Dalia" flowers. He would commission different colors and varieties of Dalia flowers. Soon the chat/ terrace would have mounds of soil, foul smelling fertilizers; then the little seedlings arrived! Very carefully with his own hands he planted them, it was a delight to watch his face as the plants grew and the flowers blossomed!

One particular plant grew to be the same height as me, pink and purple petals adorned it; this flower was my father's pride and joy!

My game was to pretend that I was sister Ophelia, one of the nuns in my class. I would wear an oversized dress, wind a towel (a gamcha) over my head, take some books, papers, a few pencils, a slate which served as a chalk board and go up to the terrace; the plants were my students; I would happily teach them what I had learnt that day.

One of the boys in my class — I still remember his name— Indranath had been behaving quite badly; finally sister Ophelia got frustrated and said, "stick out your hand"!

Indra did and "whack" went the scale! He started wailing, "are you going to stop being naughty?" She asked.

Indra nodded and returned to his seat (now a days the teacher would be dismissed probably).

This incident was etched in my memory!

Imitating sister Ophelia I went around talking to my Dalia students, they even had names like "Pinky", "Sunny" etc.

When I came around to my father's prize flower, I imagined it to be a naughty boy and gave it a big whack, yelling at it at same time!!

Being a long thin stalk, it tragically bent in the middle and the flower lost half its petals!

I looked at it in horror— at the same time my father walked in. "How is my beautiful pink flower doing?" he asked smiling.

Then his gaze turned to the broken flower— I will never forget the anguish in his eyes!

My days as sister Ophelia were over!

নির্বাণ, অথবা...

বিপাশা ভট্টাচার্য।

হাজার বছরের সঞ্চিত অবক্ষয়
বুকে নিয়ে যারা আজও বিশ্বাস করে
ভালোবাসায়, হলুদ বাল্বের আলোয়
মায়ের ক্লান্তি আর বিষাদঢাকা
চোখ, চিরকালীন বঞ্চনা আর
দেওয়ালে ঠেকা পিঠ, যাদের
একটি রাতের ঘুমকে বিচলিত করতে পারে,
সেইসব মানুষের চোখে চোখ রেখে দেখো।

হে গৌতম, সমাহিত ঔদাসীন্যে
যে পার্থিব বন্ধন তুমি উপেক্ষা করতে পারো,
সেই বাঁধনই পুষ্পমালা হয়ে
জয়ধ্বজা ওড়ায় তাহাদের রথে।
গভীর শীতের রাতে, ভিক্ষাপাত্র নিয়ে
চাঁদের আলোর কাছে চেয়েছ উষ্ণতা।
অকিঞ্চন পথের ধূলা, তোমার
পদ্ম-চরণকে ঢাকতে পারেনা, তবু,
ওটুকু ধূলার মোহে কত প্রাণ
জীবনের একগলা পাঁকে হাবুডুবু।

যে কিশোরীর অভিমান, আজও শোনা যায়
শিকড়ে, তার ঋণ তুমি শুধবে কেমনে?

একলা চলো রে

বিপাশা ভট্টাচার্য।

সুর ভুল হয়ে যায়। ভুল রাগে বেজে ওঠে
মায়ার তানপুরা। তার- ছেঁড়া, তান- হীন।
অথচ শিল্পীত আঙুল, ছুঁয়েছে যে অপূর্ব-
কোমলগান্ধারে; তার ব্যথাদাগ চির আতুর।

হে কান্তা, ভাঙা কলসখানি সত্য, ধ্রুবসত্য-
তার চেয়ে বড় সত্য জেনো কানুর বাঁশি।
ডালি ভরা কলঙ্কের ঝুলি, মাথা ভরে নিয়ে,
গৃহত্যাগী হয়ো না, গোপীবালা। সংকুল পথ।
স্বর ও শ্রুতি, বিদ্রোহ শিখেছে রাত্রিদিন-
কণ্ঠ চিরে, দীর্ণ করে বক্ষপ্রাচীর,
উঠে এসেছে প্রত্ন কঙ্কাল- সুখের। স্বপ্নের। প্রেমের।

রাত্রির বুকে জোনাকির আলো, কবির উপমা-
তোমায় শান্তি দেবে না। কান্তা, এ রাতে
তুমি হৃদয়টাকে বের করো খুঁড়ে। শাবল, খন্তা...
মশালে জড়িয়ে নাও আপন দেহের
চর্বি ও মাংস। খুলে ফেলো পায়ের নূপুর।
দু' পায়ে মাড়িয়ে, পুরুষের এ রুক্ষ পৃথিবীকে-
তুমি একলা চলো রে।

প্রেম...

বিপাশা ভট্টাচার্য।

চাদরটা পেতে নিই টানটান করে,
ভাঁজ না রেখে এতটুকু...

ধুলোট কাগজ যত- জঞ্জাল- আবর্জনা,
দুইহাতে, দুইপায়ে- ঠেলে- ঠেলে- ঠেলে...
সরিয়েছি। নাগালের বাইরে।

তবু কী অদ্ভুত ঘূর্ণিঝড়, বেশরম!
বার বার ঠেলে দেয় আমারই বৃত্তের কাছে।
এঁটেল মাটির দলা, বহু রোদে পুড়ে,
এখন কঠিনতম, নিঠুরতম জেনো।

নিজস্ব ভিটেবাড়ির চারদেওয়ালের মধ্যে,
সেসব প্রাচীন জঞ্জাল, কোনো ঝড়,
কোনো দুর্দম হাওয়াই আর,
বয়ে আনতে পারবে না। বাঁধতে শিখেছি-
বাঁধ, আকাশচুম্বী। স্থানিক দূরত্ব পেরোতে
পার হতে হবে যতগুলো মরুভূমি,
সহ্য করতে হবে বারিবিন্দুহীন যতটা পিপাসা,

অতখানি ধৈর্য্য তোমার নেই হে বন্ধু।

কলঙ্ক মাথায় নিয়ে প্রেমিক হতে গেলে,
জ্যোৎস্না নয়, চাঁদকে হৃদয় দিতে হয়।

Aishiki Chakroborty

Aishiki Chakroborty

EMPTY CONTAINERS

Roshmi Bhaumik

Many anecdotes divulge a secret
Hark and fathom every message
Phrases of subtle implications
Twisting colorful storylines
Vessel carrying mind-images
Words are empty, thoughts real

Many lifeforms undergo a union
Fusing same or opposite gender
Degrees of intimate sensations
Ranging from rapture to torture
Containers fulfilling desire
Copulations are empty, passions real

Many influencers touch a life
Connections of varied kinds
Relatives, friends or strangers
Morphing flexible forms
Receptacle holding attachments
Relations are empty, bonds real

Many voyagers reach the goal
Countless ambitions fulfilled
Conquest of mammoth obstacles
Presenting unique experiences
Wrappers containing life-stories
Characters are empty, journeys real

Aishiki Chakroborty

The Holder

Aaratrika Gupta

In a world of fantasy, humans were strange, mystical beings with bounded features. They didn't have purple, pink, or even red eyes, they didn't have wings, and they didn't have magic hair that could grow as fast as they wished. But most importantly, they didn't have a world as colorful as the beautiful land and sea of Maribay Island.

Maribay Island, where the land was lush green and the sea was bright pink, there were no humans, just islanders of infinite races. There was no religion. Everyone had their own beliefs. Everyone was different. No label defined an islander. If you had 3 eyes, you had 3 eyes. If you had no mouth, you had no mouth. But it wouldn't matter to anyone, because everyone was equal.

The word "government" didn't even exist. There was just one rule that all of Maribay Island had to follow, and that was:

If you choose to do bad, you will be banished off to the human world, where you must learn to survive within the society of labels, wrongdoing, and destruction. Mischief is acceptable, as long as it doesn't harm the islanders.

The island lived in peace after the establishing of this rule. Until one day, when an islander's mortality was defied. Instead of turning into a Veil Flower, a magical flower that takes an islander's soul and turns it into a new being, the islander turned into dark ashes collected by the wind.

Days went by, and more and more islanders turned into ashes. The communities started fighting, people became lazy and uninterested in their hobbies, and work stopped. Plants, which were immortal in Maribay, started fading away in ashes as well. Islanders that weren't hypnotized grew worried. How could this happen? This shouldn't have been happening… unless the human world was colliding with theirs.

The islanders slowly lost their beaming personalities. All the eyes that held shining stars in them lost their glow. Maribay Island wasn't colorful anymore. Without islanders to take care of it, the island was growing dull. The lush green grass turned into a pale olive color, the trees became dry and leafless, and the aura became sad and drowsy.

Then, the scariest thing happened: The ocean turned blue. Water that the islanders drank became colorless. It wasn't the color of cotton candy anymore. It didn't taste as sweet as a freshly ripened strawberry, something the islanders were used to. It was as if the water became lifeless.

This kept up for months, until a short, elf-eared islander named Marie woke up to an unusually bright blue firefly at exactly midnight. She followed it outside past her backyard, into the sunflower field. Her tiny wings flew high, following the firefly's every movement. It took her to an old house. It was just a tad bit dusty, nothing else.

Marie, not at all frightened, cautiously opened the fragile door. There was a white rose. White roses meant purity and innocence. As Marie's soft touch caressed the rose's petal, her body glowed a

tender pink. She felt a blissful feeling, as if something was giving her a big, warm hug. She closed her eyes, lifting slightly off the ground. Her wings grew larger and even the tiniest of details were finely placed as if someone had dedicated their life to placing every single graceful speck of glitter by hand.

She spent a few more minutes at the old house, but then returned to her serene, plush bed. When the people of Maribay Island woke up the next morning, they were happy. It was an unusual feeling after such a long time. They thereupon got to work, watering plants, making food, and sending their children happily off to school.

There was a noticeable change. The sky was clear, not a single cloud in sight. The water, after a long time of being such a bland flavor, was pink again. Marie was so enticed, she smiled the biggest smile the island saw in months. Maribay Island was finally colorful and cheery again.

And so, it was decided. Maribelle "Marie" Tinyfoot was now the holder of Maribay Island. The sacred one who protected the land.

হৃদয়ের রূপকথা

কাকলি চক্রবর্তী

এক পাখি আর এক মীনে
আলাপন গ্রীষ্মের দিনে।
ক্রমে সে আলাপ ঘন-বনে -
তরুছায়ে, দীঘিজল কোণে -
মীন দেখে আগুনের ডানা
পাখি হেরে অশ্রু শীতল!
মীন পায় সুর খুঁজে গানে -
তৃষিত কাকলি পায় জল।

ঘন ঘোর বর্ষায় পাখি
ঘরে বাঁধা; মন উচাটন!
মন প'ড়ে আছে জলাশয়ে
যেথা - বরিষণ আবেগে প্লাবন
যবে - বারিতে রহিত ক্ষুরধার-
কুহুতানে ভরে স্পর্শন।

শরৎ আনলো মধু সুখ
মীনহৃদি উড়ল হওয়ায় -
পাখি জলে ধরা দিতে চেয়ে -
সুসিক্ত ভাসে করুণায়!

হেমন্ত বেলা শেষ হলে
কুণ্ঠিত পাখি বলে - যাই!
আমায় বিদায় দাও সখা -
আমি যে আদতে পরিযায়ী!

পাখি যায় - যত দূরে যায় -
অবনত আঁখি কথা বলা
বুকে বয়ে সে করুণ ছবি
শ্রান্ত পিকের উড়ে চলা!
ক্রমে শ্বাস ধ'রে আসে তার
নিদ্রায় ডানা ঝাপটায় -
মীনের বেদনা পিছে, দূরে -
তবু পাখি ধরা দিতে চায়!

ভরা শীতে পাখি ফেরে নীরে
ডানায় তুষার লহু ক্ষত!
প্রস্তরীভূত সেই দীঘি -
মীন হৃদি - গভীরতা কত?

শুষ্ক কঠোর ঘন বনে
আঁখি ঝরে বিরহ কামড়ে -
উষ্ণ হৃদয়ে তবু আশা
বুঝি, দেখা হবে বসন্ত ভোরে!

নূতন ঊষার আলো সাথে
পিঘলিত তুষারের মন -
প্রাণে আশা - দেখা দিক আজ
পিক-মীন প্রেমে স্পন্দন!
হোক অনিমেষ পাখ উড্ডীন -
যেথা মেঘে-জলে অবাক
মিলন!

এক পাখি আর এক মীনে
প্রেম হলো বসন্ত দিনে!
মীন পেল সুরধুনী প্রাণে
পাখি পেল অমৃতের ফল।।

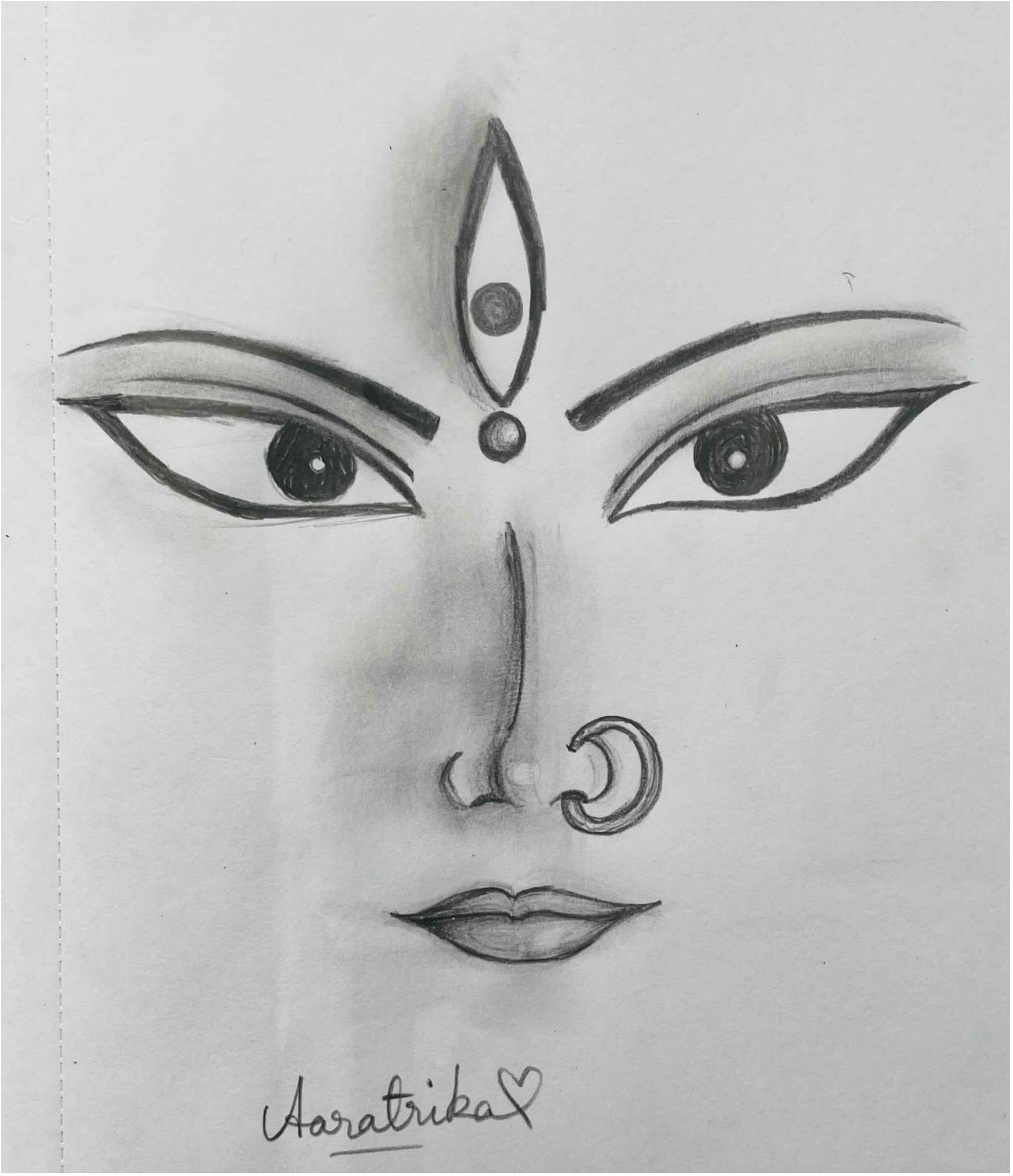

Aratrika Gupta

Love and Lost

Purba Chatterjee

These days my mind often wanders about Haldia - that little robust industrial town by the river Haldi lined with wavering coconut trees alongside the white and green, rust and brown painted township quarters where I grew up.

I resided on a street that culminated (not literally) into the river bank. These residences were offered by the company my father worked at. Understandably, people vied for the best view by the riverside. And somehow, I was particularly fortunate to inhabit one such quarter where I had a window in my room that faced the river, sort of "A room with a view".

I often drenched in the cool breeze that whisked by at night and woke up to a stunning view of the gently flowing river.

Now, this window and the other windows in our quarter carried a story of their own. As I close the blinds here in Denver every night, I find myself prone to reminisce about those stories, stories that seem to be a fragment of my lost life and yes, love too.

The road by the Haldi river that ran perpendicular to our street was inundated with mostly shy and nervous "love-birds". That was how the hot and happening couples (mostly school-going kids) were branded. I witnessed their awkwardness from afar standing by the window in my room. This was also one of those defining moments when I vowed to myself that if and when given a chance, I would likewise stroll with somebody with a mind without fear and a heart full of love!

Oh! That cubicle of a window always provided wings to my imagination!

In reality, sadly, I could never muster that requisite courage to walk by the river holding hands and of course, because I didn't have anyone, needless to say.

The other windows that faced the inwards of the complex in which we resided, overlooked a cemented compound where young boys often played cricket on Sundays. Being quite inquisitive, I was naturally, rightfully, and logically curious about these players some of whom were either my classmates or seniors and juniors.

And so the butterflies fluttered

Every time I watched a tall and fair boy playing, not quite strikingly handsome though but with a certain aura around him, an arrogant one to be very precise. Later on, I was informed by one of my friends with an astute knowledge in these matters, that in all probability, this particular boy’s attitude allured me towards his personality. Honestly, I did not think much of it at the time. All I was concerned then was to have a peek of him through the curtains while he played.

My mother somehow seemed to be always in a hurried rush closing the windows during these times, especially the ones in the dining room that provided the best views. Mom's instincts - who can deny those?

My route then had to be digressed to the bedroom. I always put up my pretentious self of being extra helpful, cleaning the already- spruced up bed and the closets on Sundays. On hindsight, now I somewhat sternly believe that my mother was probably exasperated as I pretended to brush the windowsills and, in the process, played with the curtains for the coveted view of my desired man. Yes, that young adult was easily "my man" at the time, at least in my mind and heart and soul. I was 14-15 going on 16-17, that age when love was always in the air, as was Mills and Boons and all the theatrics, fleeting and floating, up for grabs.

But only again, mine was not.

I wished and longed for his one glance which was extremely rare and invariably, ended up closing the windows when he did actually steal a quick one at me. Essentially overwhelmed and confused in that sudden flit of a moment and with those darn (imaginary) butterflies dancing around me, I stupidly opened the windows again with a loud thud, thereby granting permission to the entire team on both sides to stare at me unabashedly at the noise.

And then I saw the nod and the smirk on him that triggered me to blush in front of the whole wide world.

Honestly, I don't recall whether that was embarrassing for me at the moment, (perhaps it was) but definitely remember to be absolutely exhilarating!

The windows thereafter remained permanently shut per my mother's strict instructions following a few of these repetitive instances and sure enough, as was destined, my love was lost outside the closed windows.

With that, all I now hoped fervently was a stroll by the river in the darkness of the evening under the open sky with my beloved.

Here again, you mustn't at any time forget the unbelievably staggering effects of the Mills and Boons series of the times, especially the Doctor and the Nurse stories. True, I didn't have a doctor at hand but I had my fair and tall guy to drool and dream about!

This trait of a romantic fool lingered with me forever and the seeds were most certainly planted during these years, I can swear by it.

Now going back to the riverside road- so, I shouldn't have complained about the leisurely walks by the river. I have had them in multitudes over the years while in Haldia - with friends, family and visitors. The riverside was always captivating for everyone, especially during the sundown. The transformation from the dusky twilight to pitch dark evening was fascinating. I am sure this metamorphosis was enthralling for the newly engaged couples for even more obvious reasons!

Since I always wanted to have a bite at it with my "special person'', it was pretty disappointing that there wasn't any opportunity in the vicinity until one evening.

There was this hall (Nataraj Hall, as it was called) at some distance from my place in a different township. Haldia had three main townships based on the organizations that built this small town. The hall was hosting a gathering of some sorts where we, students, were invited. Either it was a farewell or

an alumni get-together, I forget at the moment. Whatever it was, I was happy to be invited. However, the distance and the mode of transportation posed a problem.

There was no resolution in sight for quite some time until the tall, fair "my man" character came to the rescue. He graciously agreed to accompany me to the venue. Now I must admit here that with age, I explicitly don't recall where and how he agreed to do this but I was indeed overly excited at the prospect of that desired stroll by the river.

Although there were several inroads to reach the hall, I was pleasantly surprised that he agreed to my humble request for the riverside walk. Yes- my dream came to fruition at last!

But my mother was not quite kind about this plan. You see, "My man" had a certain disrepute that made him pretty infamous, amongst the parents in particular, at the time. That he nurtured some habits unthinkable at the age, was the main concern. Mother was worried that I would get under the influence (in 2 hours!). Luckily, my father was more considerate which helped me achieve my only desire at the time!

I was elated, excited and nervous - all at the same time. I had a million thoughts intertwined in my mind. Predominantly though, it was apprehension - the angst of what was going to happen, if at all, and the uneasiness despite the contentment of togetherness.

The walk turned out to be a calm and quiet one instead. I wouldn't dare to define it as dull. An acclaimed outright talkative person, I kept mostly to myself hoping desperately that he held hands, heartbeats pounding at every nook and turn, that he stopped and perhaps kissed me ! Oh, the imagination always ran wild with me!!

We treaded quietly and softly discussed inconsequential materials far from the maddening love that I had envisioned. The evening was dark with specks of the street lamps on the road. It was humid as with the salty river water around and felt claustrophobic at times until a cool breeze blew swiftly and cooled us down for a minute or so. The only sound that reverberated was the ripples from the river. Slowly but surely, the venue was in sight.

He reminded me at this time to arrange my transportation back home as he would be late returning, and all I wanted was to hug him tight and never let him go. It was one incredibly special evening for me at least.

Yes, I did let him go, and forever.

And no, he never came back - just as the saying goes.

But did I truly?

Especially during the festive seasons-

With the white clouds lacing the blue sky, the green fields decking up with the Kashful, and impending hustles and bustles of the upcoming Poojas, there was always a trepidation of meeting up with him at the puja mandaps. These mandaps were the revered places of worship but where miraculously love bloomed while you asked for blessings from Maa Durga. There was a smile on your lips as you chanted the prayers. The very fact that someone you have feelings for, was within reach in the same arena offering prayers, felt gladdening to your heart.

I don't know about you but my prayers always sounded better when that happened to me.

And I sincerely believed that the goddess listened to me because inevitably, there popped up numerous opportunities during the puja where we stole a glance and held hands and sat together. Blessings most certainly did it all, I tell ya!

What I loved about him and I still vividly remember was how he skirted the mandap pillars while talking to his friends and "checked" me out- yes, that is exactly what he did just like in the movies.

Now, please don't seek a synonym for "Check" here. Days were different back then - this was the only gesture at the time that provided an approval that yes, perhaps he liked me too.

(Or it could be that he reciprocated because somebody gawked at him shamelessly. You got it, that was me !)

We never discussed this ever and so, I never knew for sure.

Whatever be it, through the evenings during the puja, he found time to spend with me and listened to my unending senseless banter. We stole innumerable moments in the huge sea of people circling us, we figured ways to grab a seat on the roadside benches for a quick chit-chat and we held hands in the dark while we watched Hindi movies projected on huge screens outside our local puja pandal.

Puja time in Haldia was always overwhelmingly intoxicating with him around.

And I am forever grateful to him for all these extraordinarily savored moments of the yesteryears.

I am forever grateful to him for these sweet reminisces every time Durga Puja knocks on the door.

I am forever grateful that his memories continue to bring a joyous smile on my face during the festive seasons and brighten my otherwise mundane days!

So maybe, I couldn't let him go, who knows?

Aratrika Gupta

My Dad my Hero

Gopa Mukherjee

My Baba is like a banyan tree
The shoots drop down and cover
A lot of ground
Underneath it is so cool and spacious
The solidity and stability embraces you
As you sit underneath and it protects
You from heat and sun
It holds you so lovingly
I have always seen my father spread his arms and hold his world safe under him
His patients, his family and his friends
He never speaks of his pain and sorrow
He always looks at life with positivity and cheer
Even when his heart breaks he carries on with a smile so no one knows
His family thinks he is God like
His all loving and all sacrificing self
He is always putting everyone before him
Never have I seen my father ask for something for himself
Like a tree he just gives shelter and solace to every soul that he comes in contact
He is a very hard act to follow but I hope
Like the little roots of the tree that grows into a tree in the Banyan grove
Everyone one of us that he loves
Can carry the essence of the majestic tree and light the world around us
How proud and fortunate I am to have
Such an incredible human as my father
And my role model

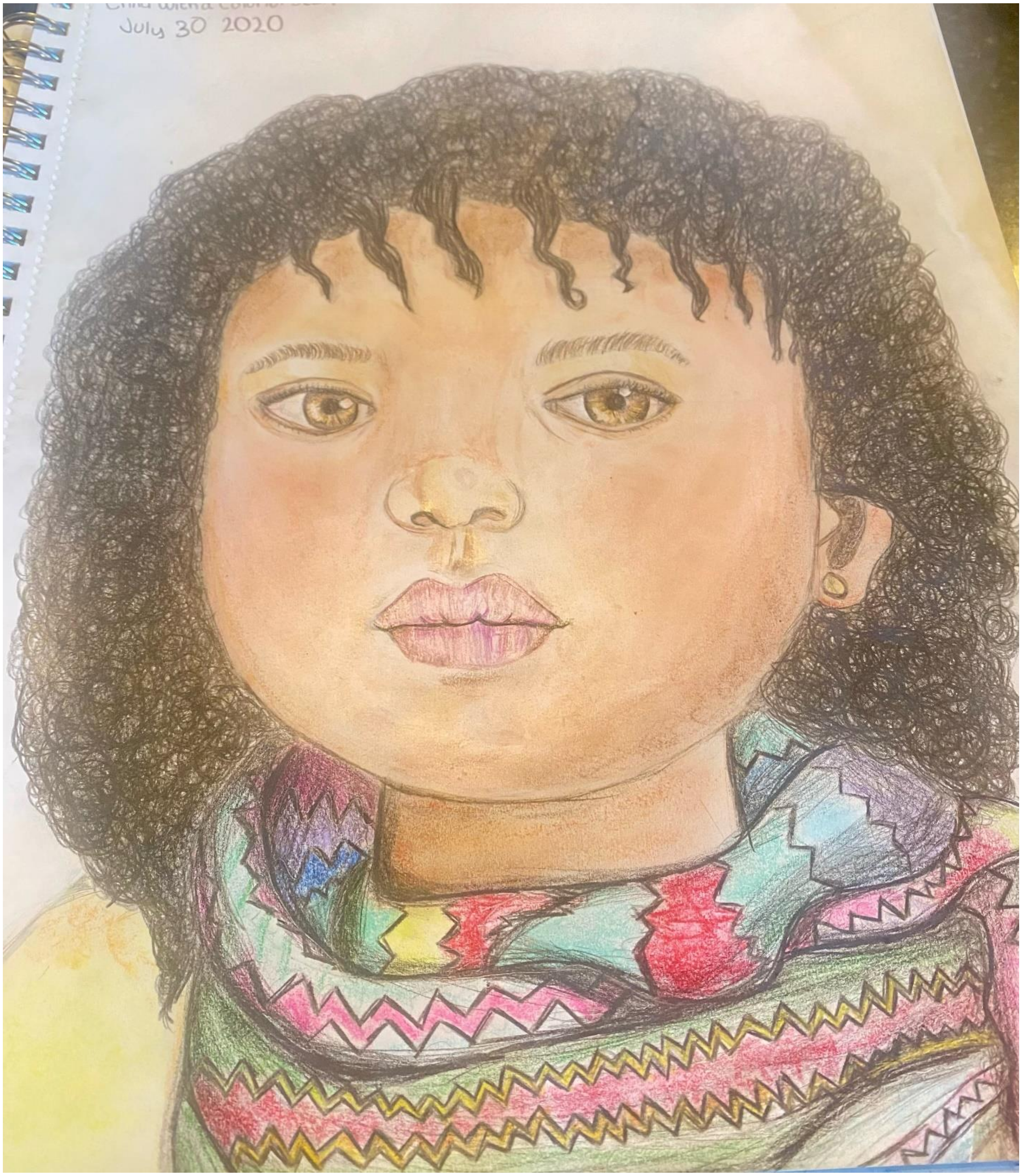

Sunayana Das

কর্কট

রোশ্মি ভৌমিক

দীপু উল্টো হয়ে বসে, থুতনিটা চেয়ারের কাঠের তক্তার উপর আলতো করে ঠেকিয়ে, আকাশ কুসুম চিন্তা করছিলো |অনলাইনএ নতুন বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে | মেয়েটার নাম রোজি|

শোবার ঘরে হঠাৎ কাশির আওয়াজ শুনে, দীপু হুড়মুড়িয়ে চেয়ার থেকে পরে যাচ্ছিলো| ডানহাতটা বাড়িয়ে মেঝেতে ভর দিয়ে নিজেকে সামাল দিলো| সুখের বক্ররেখা নিম্নগামী|

এক দৌড়ে বিছানার পাশে এসে দেখে, বাটিকের চাদরে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ| আম্মি যে রুমাল দিয়ে মুখটা চেপে আছে সেটাও গাঢ় লাল রঙে ভেঝা| তার আম্মির ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়েছে|
দুজনের চোখাচোখি হলো| অসহায় অশ্রুবিন্দুগুলি চোখের কোনায় আটকে আছে| বয়ে যাওয়ার আজাদী পায়নি| আম্মি দীপুকে খুব ভালোবাসে আর দীপুর কাছে জান্নাত ওর আম্মি|

গত চারবছর যাবৎ একটা সামান্য কেরানির চাকরি করছে দীপু| মাসের খরচায় বেতন ফুরিয়ে যায়| সঞ্চয় বলতে প্রায়ই কিছুই তার নেই| শখ করে একটা মোবাইল ফোন কিনেছে গত মাসে| তার গানের গলা বেশ ভালো| আম্মির কাছেই রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নজরুলগীতি শিখেছে| ফোনের ষ্টারমেকার এপ্প এ সে রোজই একটা গান পোস্ট করে| অনেকগুলো লাইক আর কমেন্ট পায়| তার অনুগামীর সংখ্যাও প্রায়ই নয়শো| প্রত্যেকদিন বিকেলে, এক ঘন্টা, সে স্টারমেকারের জগতে হারিয়ে যায়| পার্টি রুমে গিয়ে গান করে, অন্যদের গান শোনে| বেশ কয়েকজন ভালো বন্ধু হয়ে গেছে| --রোজি তার মধ্যে একজন|

রোজি থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে| পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার| ওর দুটো ছেলেমেয়ে ৪ আর ৭ বছর| ছয়মাস আগে ওর বিয়ে ভেঙে গেছে| চাকরি করে আর ছেলে-মেয়ের দেখাশোনা করে ওর হাতে বলতে গেলে কোনো সময়ই থাকেনা দিনের বেলায়| রাতে, সে বড় একাকী বোধ করে| ক্লান্ত শরীর বিছানাতে এলিয়ে দিলেও কিন্তু তার মন চঞ্চল| ঘুম আসতেই চায় না| ঘুমানোর আগে স্টারমেকারে দুএকটা গান গেয়ে আর শুনে তার মনটা হালকা হয়ে যায়| গানের গলা ওর মোটামুটি| তবে গান শুনতে ওর খুব ভালো লাগে| বিশেষ করে দীপুর গান প্রতি রাতে শোনাটা ওর একরকম নেশার পর্যায়ে চলে গেছে|

দীপু যে গান পোস্ট করতো সেই গানগুলি অর্থবহ ও মর্মস্পর্শী| সুর ও তালের উপর দীপুর বেশ ভালো দক্ষতা| প্রত্যেকটি কথা সযত্নে উচ্চারণ করায় অর্থ ও ভাব দুটোই সম্পূর্ণ রূপে অভিব্যক্ত, গানের প্রতিটি পংক্তিতে| সেই গানের অনুরণনে সুখানুভূতির ঢেউ খেলে যেতো, রোজির মনে|

“*মম জীবন যৌবন*
মম অখিল ভুবন
তুমি ভরিবে গৌরবে
নিশীথিনী-সম
তুমি রবে নীরবে

নিবিড়, নিভৃত, পূর্ণিমা নিশীথিনী-সম
তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম...”

আজকের গানটা শুনতে শুনতে তার ডাগর চোখদুটো সজল হয়ে উঠলো| জামার হাতায়ে চোখ মুছে সে বালিশটাকে খানিকক্ষন জড়িয়ে থাকলো|

শোবার ঘরে বেশি আসবাবপত্র নেই| অধিকাংশটাই বড় বিছানা দখল করে নিয়েছে| কোনায় প্রসাধনী বস্তু রাখার জন্য একটা ছোট কাঠের টেবিল ও পাশে একটা চেয়ার | তার ঠিক ওপরেই, দেয়ালে লাগানো আছে একটা গোল আয়না| দশ মিনিট আগে টেবিলের সামনে বসে, রোজি তার লম্বা চুল আচড়াতে আচড়াতে, তার সুশ্রী মুখখানির প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই হেসে উঠেছিল| কে বলবে ওর পঁয়তিরিশ বছর বয়স|

ছিপছিপে আকর্ষণীয় গড়ন| কলেজে পড়তে পড়তেই বিবাহের প্রস্তাব এসেছিলো| বিদেশে চাকরি করা পাত্র পেয়ে তার মা বাবা খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলেন| এই বিছানাতেই তাদের প্রথম সহবাস| শুয়ে শুয়ে রোজি সেই যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিগুলো মনে করছিলো | হাসিখুশি, সংবেদনশীল প্রকৃতির মেয়েটি চেয়েছিল ভালোবাসা| প্রতিদানে পেয়েছিলো সমবেদনাহীন, পাশবিক যৌনসহবাস| নিজেকে আর্থিকভাবে স্বয়ংভর করাই যথেষ্ট হলো না| মন শক্ত করে তাকে রুখে দাঁড়াতে হয়েছিল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে| আজ সে বড় একা| একাই, জীবনের নানান বাধা-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে, প্রতিদিন| তবু, এগিয়ে চলার একটা দুর্নিবার আশা প্রতিক্ষনে যেন তার মধ্যে প্রাণ ও সজীবতা ঢেলে দিচ্ছে|

বাচ্চা মেয়ের অজস্র খেলনার থেকে মাঝারি আকারের একটা টেডি ভাল্লুক সে নিজের ঘর নিয়ে এসেছিলো| রাতের অন্ধকারে সেই টেডিকে দুহাত দিয়ে জাপ্টে ধরে কারুর সাহচর্য পাওয়ার বাসনা তাকে আবেগপ্রবণ করতো| সম্প্রতি, সেই টেডির নামকরণ করেছে, দীপু|

সন্ধ্যে বেলা দীপু আম্মিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছে| ডাক্তার বলেছেন শিগগিরি একটা অপারেশন করালে আম্মির বাঁচার সুযোগ থাকবে| তা নাহলে রোগটা দ্রুত ছাড়িয়ে যাবে| নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব| কর্কট রোগের চিকিৎসায় অনেক খরচ| আব্বা, দীপু ছোট থাকতেই হৃদ রোগে মারা গেছিলেন| আপার বিয়ে হয়ে দিল্লিতে থাকে| মাঝে মাঝে আর্থিক সাহায্য করে, ওর স্বামীর সম্মতি পেলে|

অপেরেশনের জন্য দু লক্ষ টাকা জমা দিতে হবে| চিন্তায় দীপু খুব অসহায় বোধ করছিলো| আপা পঞ্চাশ হাজার টাকা দু-তিন দিনের মধ্যে পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছে| দুজন ঘনিষ্ট বন্ধু, বাবলু আর পল্টু, ওকে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার দিতে রাজি হয়েছে|

আজকাল স্টারমেকার পরিবারে যোগদান করা যায়| সেখানে থাকে দৈনন্দিন কাজ যা প্রত্যেক পরিবারের সদস্যকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়| দীপু রোজ নতুন নতুন গান পোস্ট করতো| গত তিনদিন ধরে, গান করার কথা ভাবতেও পারেনি, দীপু| আজ ভাবলো স্টারমেকারে গিয়ে ফ্যামিলি ক্যাপ্টেন কে জানিয়ে দেয়া দরকার যে সে আম্মির অপারেশন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে| মেসেজ-এ গিয়ে দেখে, সর্বনাশ!রোজির এতগুলো মেসেজ|
"কেমন আছো তুমি ?"

"সব ঠিক আছে?"
"গান পোস্ট করছো না দেখছি|"
"আমার মেসেজের উত্তর দিচ্ছো না যে? রাগ করলে নাকি?"
" কি হল?"
"কি হল তোমার, একবার বল কিছু| "

দীপু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "রোজি ম্যাডাম, কেমন আছেন? আম্মির অপারেশন-এর জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম|"
দু মিনিটের মধ্যেই উত্তর এলো| "শুনে খুব দুঃখিত| কি হয়েছে?"

দীপু লিখলো, "আম্মির ক্যান্সার হয়েছে| ফুসফুসের অপারেশন করতে হবে| অনেক টাকার ধাক্কা| আমি সেটার বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা করছি| "
"তাই স্টারমেকারে বেশ অনেক দিন আসতে পারবোনা| আমি দুঃখিত, রোজি ম্যাডাম| "

একটা লম্বা নিস্তব্ধতা| আধঘন্টা পরে উত্তর এলো, "আচ্ছা দীপু, আমি কি তোমার কোনো সাহায্য করতে পারি?"
আনন্দ আর দ্বিধাতে দীপু থমকে গেলো| "আমার বলতেই লজ্জা লাগছে এখনো এক লক্ষ টাকার বন্দোবস্ত করতে পারিনি, ম্যাডাম|"

রোজি তাড়াতাড়ি, মাথায়, একটা অঙ্ক কষলো| সমতুল্য প্রায় ১৩০০ ডলার| কলকাতা যাবার জন্য কিছু টাকা সঞ্চয় করেছিল| মা বাবার সঙ্গে সামনা-সামনি দেখা হয়নি, দুই বছর হয়ে গেছে| কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে তাঁরা দুজনেই সুস্থ আছেন|

"দীপু, আমাকে কিছু জরুরি তথ্য দিতে হবে| তোমার ব্যাঙ্ক , একাউন্ট, ঠিকানা, ফোন নম্বর এগুলো আমাকে জানালে, আমি তোমাকে টাকা পাঠাতে পারি|"
"ম্যাডাম, আপনি আমার জন্যে, খুদা| আমি যত তাড়াতাড়ি পারবো টাকাটা শোধ দিয়ে দেব|"

Goodbye...till we meet again!

Anuradha Kamath

You came into our lives
At seven weeks,
Flurry, excited, apprehensive,
All in a small physique.

A definite challenge it was
For you to train,
Housebreaking, rules, and
Walking on a leash was a strain.

Chewed carpets, scratched furniture
And hairy floors,
There never was a minute,
We could call a bore.

Weeks to months to years
Cherishly passed,
It all seems like,
A blink of an eye, so fast.
Your ever happy waggy tail
Never stopped,
Everytime you stood to greet us
Your legs close to our shoulders, propped!

Playing fetch, tug-o-war and
Wrestling on the carpet floor,
You enriched our lives
Beyond every measure for sure!

And then last year at fifteen,
You breathed your last,
With us all cradling you
Your soul just passed.

For days and even now
My eyes still cry.
Your lack of presence,
Even now we deny.

We know in our heart
Your spirit we Grace,
Everytime your precious
Memories, we embrace!

Goodbye our sweetheart
With love and gratitude to YOU,
That you'd enrich our lives
With so much love, who knew?

And that's why they say
Dog is God, in fond
So, till we meet again dear,
With your precious memories we'll always bond!

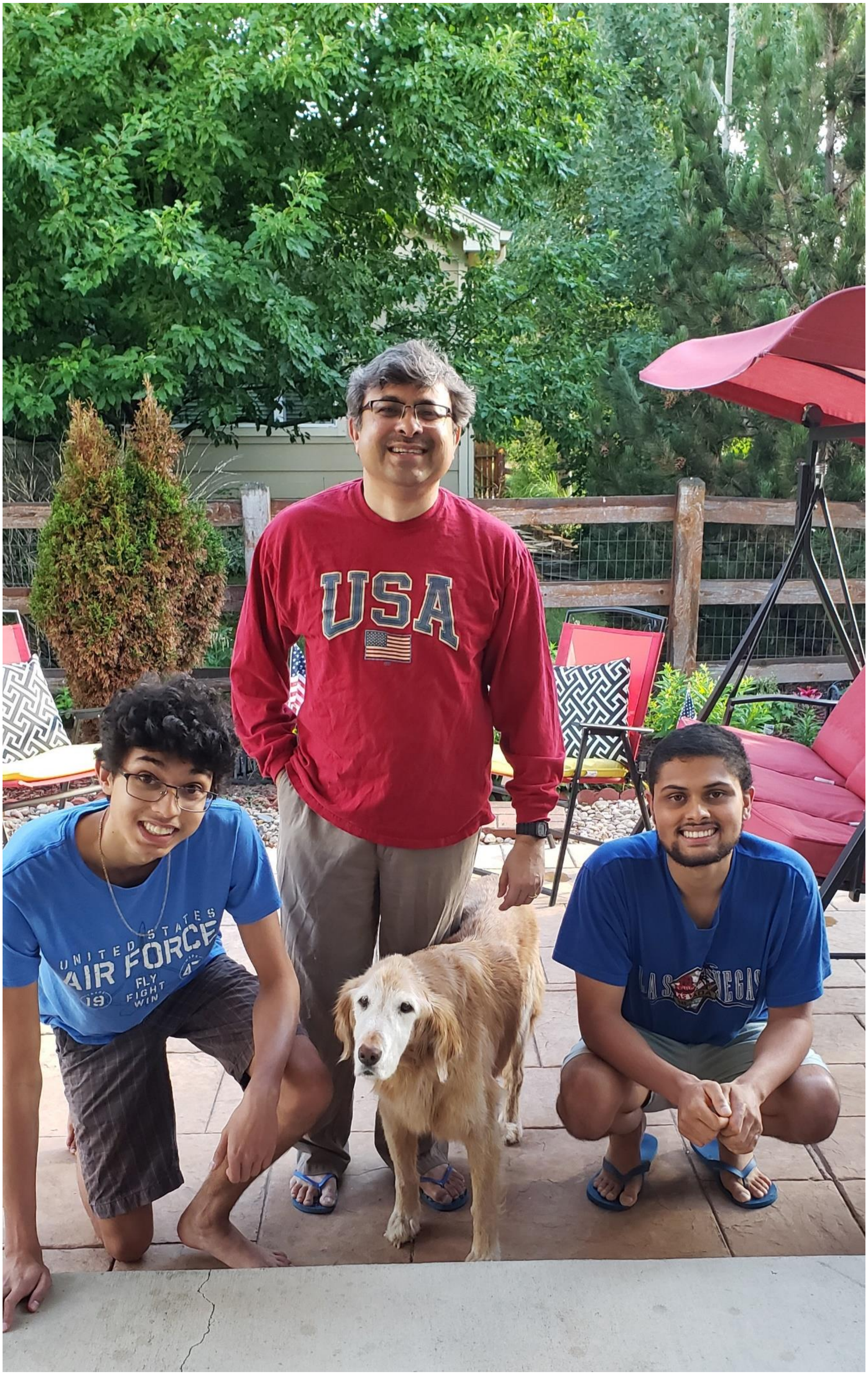
USA
UNITED STATES
AIR FORCE
FLY
FIGHT
WIN

আত্মবিশ্বাস ও ঐক্যের প্রতীক এক ঝাঁক "F-16 THUNDERBIRDS" ডেনভারের আকাশে

রুচিরা রায় বর্মন

রকি মাউন্টেন এর তুষার শৃঙ্গে মন্ডিত, নানা প্রকারের চিরহরিৎ সুগন্ধি পাইন বন, দিকবিদিক থেকে উড়ে আসা অগুনতি কত নাম না জানা পাখির কলকাকলিতে ভরা আকাশ বাতাস, বরফ গলা হিমশীতল নীল নদী দিয়ে ঘেরা আমাদের ঝকঝকে অপূর্ব সুন্দর শহর, ডেনভার I

আমাদের বাড়ির অদূরে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ভুট্টা এবং হলুদ সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায় হিমেল হাওয়া, উঁচু নিচু লাল পাথুরে পথ পেরিয়ে ....দিগন্ত যেখানে আদরভরে ছুঁয়েছে দূরের আকাশকে , সেখানেই যেন আবছা দেখতে পাই সাদা গম্বুজের মতো কিছু আকৃতি বিশেষ I ঠিক যেন মেঘ বালিকার সফেন সাদা ওড়নায় জড়ানো আরব্য উপন্যাস থেকে উঠে আসা শ্বেত পাথরে মোড়া সুন্দর একটি রাজপ্রাসাদের গগনচুম্বী গম্বুজের সারি I অবাক হয়ে ভাবতাম এ হয়তো অনেকটাই সেই ছেলেবেলাকার গল্প বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা অতি পরিচিত সুন্দরী রাজকুমারী জেসমিন এবং আশ্চর্য প্রদীপ হাতে নিয়ে আলাদিন, আর তাদের পরম বন্ধু 'জিনি', নানা রকম চমৎকার সব জাদুর খেলা দেখাতে দেখাতে উড়ন্ত কার্পেট এ করে সারা দুনিয়াময় ঘুরে বেড়াচ্ছে I

বাড়ির বেলকনিতে দাঁড়িয়ে এমনি ভাবেই প্রায়শই এক মায়াময় জগতে বিলীন হয়ে যেতাম আমি I তাই একদিন আমার কল্পনার গরু যখন গাছের চূড়ায় চড়ে বসেছে, ঠিক তখনি দূর থেকে দেখতে পেলাম ওই সাদা গম্বুজগুলো থেকে যেন এক ঝাঁক যান্ত্রিক পাখির দল, গর্জন করতে করতে তাদের ভারী লোহার ডানা মেলে আকাশে গা ভাসিয়ে পাড়ি দিয়েছে কোন দূর অজানায় ... গর্বিত, রাজকীয় এক ঝাঁক F-16 ফাইটার এরোপ্লেন I

সদ্যই বিদেশে এসেছি তখন...অল্প বয়সের মুগদ্ধতা তখন চোখে, নিঃশ্বাসে লেগে আছে দেশের মাটির সোঁদা গন্ধ I চারপাশের খবর রাখি অনেক কম, আমি তাই অতশত জানবোই বা কেমন করে? বড়োজোর সেই ইউক্যালিপটাস এবং ড্রুপিং দেবদারুতে ঘেরা, আগরতলার (ত্রিপুরার রাজধানী) কলেজটিলাস্থিত হালকা নিলাভো রঙের বিশাল বড় লেইকটির ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া এক ঝাঁক বালি-হাঁসের দল!

তবে হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, ভালোভাবে খবর নিয়েই জানতে পারলাম সেই গম্বুজগুলো কোনো গল্প গাঁথা নয়, অতি বাস্তব এবং খুবিই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় I এ হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর অতি বিখ্যাত একটি এয়ার বেস, নাম BUCKLEY AIR FORCE BASE, যেটি আমাদের এই ডেনভার শহরেই অবস্থিত এবং এটির নামকরন হয়েছে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের এয়ার ফোর্সের পাইলট লেফটেনান্ট ‘জন হেরাল্ড বাকলে’ -র সম্মানার্থে ১৯৩৮ সালে I

জীবনের অনেকটাই পথ পেরিয়ে এসেছি এই মার্কিন মুলুকে I এই দেশটিও আজ প্রায় বহুদিন হলো আমাদের আপন করে নিয়েছে উদারমনে I স্বদেশের মতোই ভালোবেসেছি তাকে I যখন বিশ্বের আর সকল দেশের মতোই এই দেশটিও ভয়ঙ্কর করোনাভাইরাস দ্বারা ভীষনভাবে আক্রান্ত হলো, তখন

আমরাও সবাই অসহায়, হতভম্ব, এবং হতচকিত হয়ে গেছি I মহামারীতে ছারখার হয়ে গেছে জনজীবন। আজ প্রায় দুবছর হতে চললো এই মরণ ভাইরাসটির বিষাক্ত ছোবল থেকে সকলকে সুস্থ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন আমেরিকার স্টেট ও ফেডারেল গভর্মেন্ট I ‘PARTIAL LOCKDOWN’- ও ঘোষণা করেছেন, বেঁধে দিয়েছেন স্বাস্থ সম্মত বেশ কিছু নিয়মের বন্ধনে I আমেরিকার বেশ কিছু রাজ্যে দেশের সার্বিক আর্থিক উন্নয়নের কারনে অনেকটাই শিথিল করা হয়েছে “লকডাউন”I

আমাদের মাঝে এমন অসংখ্য বীর আছেন, যাঁরা ফ্রন্টলাইনের ওয়ার্কার, অর্থাৎ, সকল ডাক্তার, নার্স, অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী, দমকলকর্মী, সুপারমার্কেটের সকল এমপ্লয়ী, এবং আরো অনেকে, তাঁরা এই COVID 19 - এর মতো বিশ্বব্যাপী মানবজীবনকে তছনছ করা ধ্বংসলীলায় মত্ত, ভয়ঙ্কর নির্মম শত্রুটির বিরুদ্ধে, নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রত্যেকদিন, প্রত্যেকমুহূর্তে বিশাল যুদ্ধ লড়ে যাচ্ছেন I

এবার ফিরে আসছি আবার মূল ঘটনায় I প্রায়ই আমার বাড়ির নিকটবর্তী সেই সাদা গম্বুজওয়ালা এয়ার-বেস থেকে ডেনভারের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে এয়ার ফোর্সএর এক ঝাঁক F-16 যুদ্ধ বিমান, যাদের আরেক নাম "THUNDERBIRDS"... স্বদর্পে উড়ে যেত I সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যেই এয়ার ফোর্স বাহিনী আমেরিকার আকাশে উড়ন্ত এরোব্যাটিকস (এয়ারশো) প্রদর্শন করে চলেছেন I সে এক অভাবনীয় অপূর্ব দৃশ্য I সবাইকে ঐক্যবদ্ধ এবং উজ্জীবিত করার জন্যেই "THUNDERBIRDS"- এর দ্বারা এই অসাধারন এরোব্যাটিকস- এর প্রদর্শনটি একটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সুন্দর প্রচেষ্টা ! তাদের ধরিত্রী কাঁপানো বিকট যান্ত্রিক আওয়াজ যেন বীরদর্পে স্লোগান দিয়ে চলেছে "জীবন জীবনের জন্যে.... আমরা করবো জয় নিশ্চয় "!!

United States Air Force (U.S.A.F) এর "THUNDERBIRDS ", বিশ্বের 'তৃতীয় প্রাচীনতম' ফর্মাল ফ্লাইং এরোব্যাটিকস-এর দল এবং আমেরিকার এয়ার ফোর্সের একটি অত্যন্ত সুবিখ্যাত এয়ার ডেমোন্সট্রেশন স্কোয়াড্রন I এটি তৈরী হয়েছিল আজ থেকে ৬৭ বছর আগে, ১৯৫৩ সালে I এদেশের বহু পুরানো সভ্যতা থেকে প্রচলিত হয়ে আসা মাইথোলজি থেকে নেওয়া একটি কিংবদন্তি প্রাণীর নাম অনুসারে নাম করন করা হয়েছে এই "THUNDERBIRDS" নামটি I বিশেষভাবে চিহ্নিত (সাদা, লাল, এবং নীল আমেরিকার জাতীয় পতাকার রং) এই 'F-16' যুদ্ধ বিমানগুলি, দেশের সব কটি রাজ্যে এবং বিশ্বের অনেক দেশে স্বগর্বে ভ্রমণ করে নানাবিধ ফ্লাইং এরোব্যাটিক ফরমেশন এবং একক ফ্লাইং এয়ারশো প্রদর্শন করে থাকে I এছাড়াও এই "THUNDERBIRDS" বিমানগুলিকে দেশের প্রয়োজনে দ্রুত অপারেশনাল ফাইটার ইউনিটেও রূপান্তরিত করা হয়ে থাকে I

এয়ার ফোর্স-এর বিমানবাহিনীর সকলে, দেশের 'ফ্রন্টলাইনের কর্মীদেরও' নিজেদের মতোই 'মহান যোদ্ধা' মনে করে থাকেন I তাই দেশবাসীর প্রতি ওঁদের একটিই প্রত্যাশা যে, যখন ওঁরা সগরীমায় আকাশ পথে উড়ে যাবেন একসাথে, তখন আমরা সবাই যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথা উঁচু করে দেশ -

রক্ষাকারী বীর যোদ্ধাদের মতই এই সকল ফ্রন্টলাইন কর্মীদের কথাও স্মরণ করে সম্মিলীত ভাবে সম্মানভরে স্যালুট জানাই !!

আসুননা .... আজ আমরা সারা বিশ্ববাসী সকলে মিলে একিই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হই, যাতে একে অপরের সাথী হয়ে, সকল স্বাস্থ্য সম্মত প্রটোকলগুলি মেনে নিয়ে, আমাদের সবার চরম শত্রু ‘করোনা-ভাইরাসের ‘যন্ত্রনাময় এবং প্রতারণাপূর্ণ অস্তিত্ব থেকে খুউব শিগ্গিরই নিজেদের মুক্ত করতে পারি I আমরা আবার সবাই মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারি ...!!

এই কথাগুলো লিখতে লিখতে আজ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বহুজনশ্রুত একটি কবিতার লাইন মনে পড়ে গেলো.

” বল বীর, বল উন্নত মম শির. শির নেহারি' আমারি নত শির ওই শিখর হীমাদ্রীর...বল বীর”....!! .

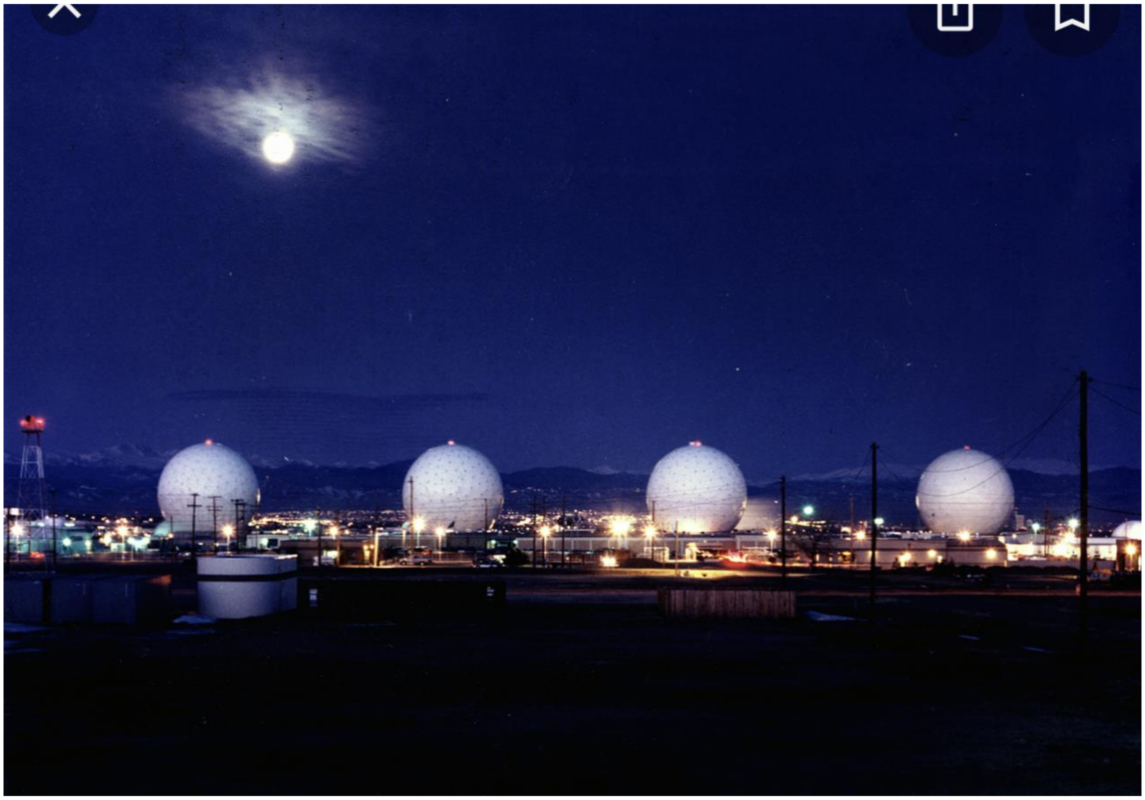

VIDYASAGAR

Abhijit Sengupta

বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে এসে যাঁরা উপকৃত হয়েছেন, তাঁদের অনেকের নামই বহুচর্চিত, বা রামকৃষ্ণেঞ্চর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও অনেকের জ্ঞাত, তবে আরও যোগ করতে হবে:

১) রাণী রাসমণি, বিদ্যাসাগরের থেকে প্রায় ৩০ বছর বয়সে বড় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আত্মীয় সুলভ সম্পর্ক ছিল। তাঁর জনহিতকর সমাজ সংস্কারের কাজে বিদ্যাসাগরকে সক্রিয়ভাবে পাশে পেয়েছেন। রাণীও নিজ পরিবারে বিধবা বিবাহ করিয়েছেন।

২) ডা: কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়- বিদ্যাসাগরের থেকে ৫০ বছরের ছোট ছিলেন। তিনি নিজে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে সমাজের বিরোধের বিরুদ্ধে বলতে গেলে আন্দোলনই করেছিলেন, নিজে সমস্ত বিরোধকে অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষিত হয়েছিলেন- বিশাল বৃটিশসাম্রাজ্যে প্রথম University Graduate & বলতে গেলে প্রথম মহিলা মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট ও প্রথম চেম্বার খুলে পেশাদার ডা:। বিদ্যাসাগরের কাছে তিনিও উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন- আর পেয়েছিলেন তাঁর সুযোগ্য স্বামী দ্বারকানাথ-এর কাছ থেকে সারাজীবন।

RAIN IN SEPTEMBER?

Ananya Dasgupta

Read from childhood about Rainy Season
The months are July and August.
But, why without any reason
Rains drizzle out in September?

The flower-pots in my garden
Got no water from the natural fountain.
July and August were so dry
That one could (as if) hear the plants cry.

Monsoon mingles with Autumn
From the scorching heat to the soothing balm.
Sweetness of flowers in the gentle breeze
Birds on the trees chirping at ease.

Lovely butterflies keep flitting on flower
While rain falls with drops of silvery shower.
Rainbow appears on sky with majestic vibgyor colours
The tune of music comes in its melodious hours.

When the world is a slave to the deadly microbes
When we are wearing masks and body-length robes.
Little do we realize who's causing and what's the reason
That's bringing such a blow and change of season.
July and August are now history,
Rain in September is still a mystery!

Sunayana Das

আমার গল্প

সমীর বিশ্বাস

নাটক করা আমার শখ
পাগলের মতো, বলতে পারেন
নবছরে প্রথম করি,
বাড়াবাড়ি ধরতে পারেন।
যে শহরেই গেছি আমি
থাকবো বলে দিন কতক
খুঁজে খুঁজে বের করেছি
বাঙালীদের ঘর বসত।
ডেনভারেতে ছিলাম বেশ
অনেক বছর আগে তাই
ঠিক করে তা বলতে গেলে
খুঁজতে হবে মনের ঠাঁই।
যাহোক আসল কথায় আসি
হলো আলাপ যার সাথে
তিনি আবার নাটক করান
পেলাম যেন চাঁদ হাতে

বন্ধু তাদের হলাম আমি
ভালো তারা হয়তো তাই
যোগাযোগটা রেখেছিলেন
উদার মন সন্দেহ নাই।
করোনার এই মহাদাপটে
ঘরের মাঝে সময় কাটে
ভাবলাম তাই ঘুরে আসি
স্যামকাকুর এই দেশ থেকে।
হচ্ছে নাটক জানতে পেরে
আর্জি দিলাম তাদের কাছে
থাকবো আমি পুজোর শেষে
একটা কিছু রোল পেলে।
এটাই ছিল গল্প আমার
এখানে এই নাটক করার
সবাইকে তাই জানিয়ে দিলাম
উড়ে এসে জুড়ে বসে।

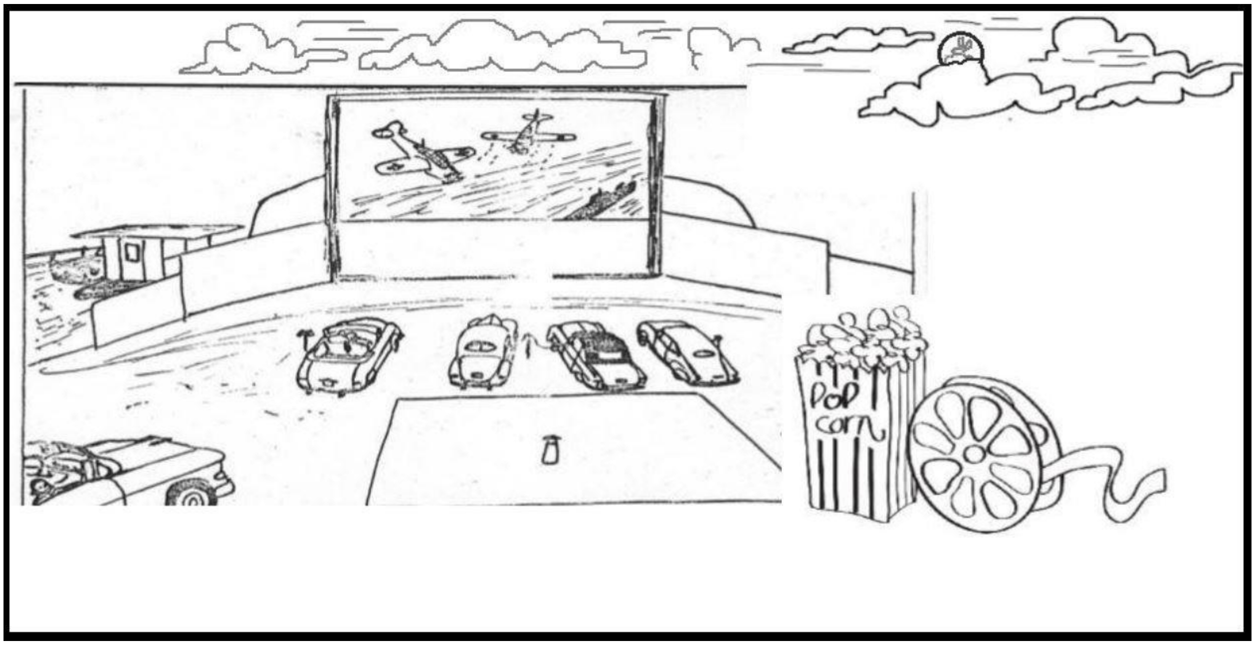

খোলা মাঠের বায়োস্কোপ

অমিত নাগ

পূজো শেষ। প্যান্ডেলের খুঁটি বাঁশ সব খুলে ফেলা হয়েছে। পাড়ার ক্লাবের সামনে এক চিলতে পার্ক বা যাদের নিজেদের খেলার মাঠে পুজো হয়, সেই সব জমি এখন একটু এবড়ো খেবড়ো। প্যান্ডেলে ঢাকা থাকায় কয়েকদিন রোদ না পেয়ে, আর মানুষের পায়ের চাপে ঘাসগুলো হলুদ হয়ে উঠেছে। জায়গাটা এখন কেমন ধূলিময়। কার্তিক মাস আসছে। রাতে হিম পড়ে অল্প অল্প। ভোরে জমিটার মাটি তাই কেমন হালকা ভেজা ভেজা লাগে। এই সময় পাড়ায় পাড়ায় পূজো শেষে ফাংশন হয়, দুর্গাপূজার ক্লোসিং সেরিমনি, বিচিত্রানুষ্ঠান, জলসা। হেমন্ত সতীনাথ মান্না শ্যামল মানবেন্দ্র সন্ধ্যা মাধুরী নির্মলা প্রতিমা র গানের জলসায় রাতভোর দাপিয়ে বেড়ানো অস্তমিত হয়ে এসেছে। এখন আরতি বনশ্রী হৈমন্তী অরূন্ধতি অনুপ হৈমন্তি-শৈলীর শিবাজী সুবীর পিনটু এদের যুগ। হিন্দি গানেও রফি মুকেশ আশা লতা আর বাংলায় বিচিত্রানুষ্ঠানে গান গাইতে আসেন না। তাদের জায়গায় আসে নতুন উঠে আসা বাণী জয়রাম, হেমলতা ,অনুরাধা, কুমার শানু, অমিতকুমার, মহম্মদ আজিজেরা। যে সব ক্লাব এদেরও আনতে পারে না, তারা আনে রফি বা কিশোরকন্ঠের,আশা বা লতাকন্ঠী সস্তাদরের শিল্পী। তারা স্টেজে উঠে বাংলার সংস্কৃতি কে স্বীকৃতি দিতে প্রথমে একটা রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করে - যেমন "ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু। " এটা শেষ হলেই, অর্কেস্ট্রার দিকে তাকিয়ে একটা ইঙ্গিত দেয় আর অমনি শুরু হয়ে যায়, "মণিকা ও মাই ডার্লিং," গোছের জনগণের চাহিদা মেটানো লাস্যময় গান। বেস আর স্প্যানিশ গিটার এর বাদ্যকররা সাধারণত সাদা বেলবটম, ডগী কলারের রঙিন জামা রাতেও চোখে রোদচশমা পরা তরুণ সুদর্শন যুবক। মনে হতো বড় হয়ে ওদের মতো গিটার বাজাতে না পারলে এ জীবনের কোনো মানেই হয় না। ইলেট্রিক গিটার নামে

একটা অদভুত যন্ত্র ছিল তারের ওপর মেটাল বার স্লাইড করে যন্ত্রীরা বাজাতো জনপ্রিয় গানের সুর। শুধু অর্কেস্ট্রা দিয়ে মন মাতিয়ে দিতে পারতেন ভি বালসারা অনেক বুড়ো বয়স অবধি।

কোনো কোনো পাড়ায় জলসা ছাড়াও হতো নাটক বা যাত্রার অনুষ্ঠান। শান্তিগোপাল, অমর দে, বীণা দাশগুপ্ত, বেলা সরকার কত নাম - শান্তিগোপালের হিটলার বা আমি সুভাষ বলছি দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। আমাদের পাড়ার ক্লাবটি নিজেদের একটু বেশি সংস্কৃতিসচেতন বলে মনে করতো। তাই বিচিত্রানুষ্ঠান ছাড়াও হতো থিয়েটার - যাত্রা নয়। যাত্রা কে একটু অন্য চোখে দেখা হতো বলে। সেখানে অজিতেশ কেয়া , রুদ্রপ্রসাদ স্বাতীলেখা যেমন আসতো গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনা নিয়ে তেমন আসতো কমার্শিয়াল থিয়েটার নিয়ে সাবিত্রী সর্বেন্দ্র বাসবী সত্য বন্দোপাধ্যায় রত্না ঘোষাল, গুরুদাস, মলিনা। অদভুত মানুষ ছিলেন সর্বেন্দ্র। মানুষটিকে ওই তারাশংকরের "না", "মল্লিকা" গোছের কমার্শিয়াল থিয়েটার ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যেত না বিশেষ। মঞ্জরী আমের মঞ্জরী, নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র, সওদাগরের নৌকা, আন্তিগোনে এ সব একাডেমিতে দেখার অনেক আগেই অনেক ছোটবেলায় পাড়ার মাঠেই দেখা হয়ে গেছে। অবাক লেগেছিলো অজিতেশের মতো অতবড় অভিনেতা কেমন সামান্য পায়জামা পাঞ্জাবি চাদর গায়ে আমাদের সামনে দিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে স্টেজে উঠলেন দেখে। অথচ স্টেজের ওপরে কি দাপট - যেন অন্য মানুষ। কেয়া চক্রবর্তীর শান্তিনিকেতনের বন্ধু ছিলেন পাড়ার এক অনামী কাকিমা। "ভালোমানুষ" " অভিনয় করতে এসে বহুদিন পরে পুরোনো বন্ধুকে দেখতে পেয়ে তার বাড়িতে ঢুকে জড়িয়ে ধরে কতো গল্প করলেন আর খিলখিলিয়ে হাসলেন। অথচ তার কয়েক মিনিট পরেই স্টেজে সম্পূর্ণ অন্য রূপ - লিড রোলে সেই অসামান্য অভিনয়।

অনুষ্ঠান করতে এসে পাড়ারই কোনো বড়োলোক বাড়িতে বিশ্রাম নিতে উঠতেন শিল্পীরা। তখন এত হোটেল ছিলোনা , হোটেলে ওঠার প্রশ্নও তাই ছিল না। সেই সব বড়ো বাড়ির সুন্দরী গৃহিনীরা পরে গোল গোল চোখ করে গল্প করতেন গুরুদাস মলিনা শুক্তো খেয়ে মুগ্ধ হয়ে কেমন দুবার চেয়ে খেয়েছেন, অথবা অতবড় অভিনেত্রী হয়েও কি মিষ্টি আপন করা ব্যাবহার সাবিত্রীর - টমেটোর চাটনি কেমন ভালোবেসে চেটেপুটে খেলেন। মায়ের পাশে বসে আমরা বড়ো বাড়ির বড়ো গিন্নিদের গল্প শুনতাম। লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের মণি প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীরাও যে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস হতো না।

সব পাড়াতেই পয়সাওয়ালা বড়ো ক্লাব, ছাড়াও দু একটা গরিব ছোট ক্লাব থাকতো। এরা দুর্গাপূজা করতে পারতো না বলে কালীপূজো বা কম বাজেটের পূজোগুলোর আয়োজন করতো। এদের পূজোর আনন্দ অনুষ্ঠান বলতে ছিল মাঠে পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা দেখানো। ধর্মতলায় সিনেমার রীল, প্রজেক্টর ভাড়া দেবার কোম্পানি ছিল কয়েকটা। কালীপূজোর পরে এক বিকেলে দেখতাম মাঠে দুধসাদা পর্দা টাঙানো হচ্ছে। উত্তেজনায় ছটফট করতাম সন্ধ্যে নামার জন্য। বন্ধু-বান্ধব, মা, কাকিমা সমেত পাড়া প্রতিবেশী, সন্ধেবেলায় মাঠে হাজির হতো সবাই ভিড় করে। দিনের আলো নিভে এলে পর্দায় ম্যাজিক। পুরোনো

সাদাকালো ফিল্ম। কোথাও কোথাও নষ্ট খানিকটা অংশ, তাতেও রসভঙ্গ হবার প্রশ্ন নেই। শুরুতে পর্দার প্রোজেকশনে - আঁকি বুকি , কাটা দাগ , ফট্ করে এক টুকরো শব্দের আউটবার্স্ট , তার পর ৯, ৮, ৭...... সংখ্যা দিয়ে কাউন্ট ডাউন শুরু করে আবহসংগীত সহকারে শিল্পী কলাকুশলীদের নাম দেখিয়ে সিনেমা শুরু। শুরুতে প্রায়শই ফিল্মের স্পুলিংয়ের গতি ঠিক থাকে না। দ্রুত অথবা ধীরলয়ে কিছুক্ষণ ঘোরার পর গতি স্থিতিশীল হয়। তাই শুরুতে আবহসংগীতের স্বর সুতীক্ষ্ণ অথবা জলদগম্ভীর শোনায়। বাচ্চারা হেসে ওঠে। পাড়ার মাঠে সিনেমা হওয়ার সুবাদে বাড়ির নিয়ম কানুনে ছাড় পাওয়া যায়। বড়োদের সিনেমা বলে আপত্তি করে না কেউ বিশেষ। উত্তম , বিশ্বজিৎ, সৌমিত্র , অনিল, ছবি বিশ্বাস, সুচিত্রা , সুপ্রিয়া , মাধবী , অঞ্জনা, অপর্ণা, সাবিত্রীর কতনা ছবি দেখা হয়ে গিয়েছিল সেই বয়সেই। প্রেমের গূঢ়ার্থ সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করতে না পারলেও, নায়ক নায়িকার আনন্দের মুহূর্তগুলো ভালো লাগতো , বিচ্ছেদ হলে বা বিপদে পড়লে তাদের জন্য কষ্ট হতো। প্রায় ছবিতেই একটা দৃশ্য থাকতো নায়ক বা নায়িকার একজন ট্রেনে চড়ে দূর দেশে চলে যাচ্ছে। ধোঁয়া উড়িয়ে হুইস্ল বাজিয়ে স্টিম ইঞ্জিনে টানা ট্রেন আস্তে আস্তে স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। নায়ক নায়িকার হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তারপর স্টেশনের মানুষটা ট্রেনের সঙ্গে ছুটতে থাকছে যতক্ষণ না ট্রেনের স্পিড বাড়ছে। কষ্ট হতো , মনে হতে ট্রেনের ভেতরে যে, সে কেন চেন টানছে না। কি বিশেষ বাধ্যবাধকতার জন্যে এক জন মানুষের চেন টানা সম্ভব হতো না তা বোঝার বয়স তখন হয় নি। সপ্তপদী, সবরমতী, চিরদিনের, তিন কন্যা, মেমসাহেব , আপনজন, নায়িকা সংবাদ, মায়ামৃগ , তিন ভুবনের পারে - কত সিনেমা , তাদের কত কত গান আর অভিনেতা-নেত্রীদের প্রাণ ঢালা অভিনয়।

একটাই প্রজেক্টর। একটা রীল শেষ হয়ে এলে পর্দা আলোহীন হয়ে যায়। প্রজেক্টরের সামনে তখন পরের রীল লাগানোর তোড়জোড়। প্রজেক্টরের মাথা দিয়ে সাদা একটা আলোর স্তম্ভ সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে। তিন চারটে কালো কালো অবয়ব প্রজেক্টর ঘিরে রীল পাল্টাতে ব্যাস্ত। আর বাকি চারপাশ শুধু চাঁদের মায়াবী মৃদু আলোয় আলোকিত। মা কাকিমারা গল্প শুরু করেছে , নিত্যদিনের সংসারের গল্প, পাড়ার লোকেদের কথা, চেনা মানুষের খোঁজ নেওয়া, ফেলে আসা অসম্পূর্ণ রান্নার কথা। আমি মাটিতে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চাঁদ দেখছি। কালীপুজোর পর বাতাসে বেশ শিরশিরে ঠান্ডা আর হিম ভাব। গায়ের চাদর জড়িয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতাম বিরাট গোল সাদা চাঁদটা মেঘের পর মেঘ পেরিয়ে কেমন ছুটে চলেছে। তার বুকের মধ্যে খরগোশটা অবধি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকার পরেই আবার মেঘ ফুড়ে বেরিয়ে এসে চাঁদটা কেমন তরতর করে এগিয়ে চলেছে। নারকোল গাছের পাতারা হাওয়ায় ঝির ঝির করে নড়ছে আর পাতার আড়ালে মিটিমিটি তারারা লুকোচুরি খেলছে। আবার একটা হৈ হৈ আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে পেতাম , পর্দা আলোকিত হয়ে উঠেছে। নতুন রীল লাগিয়ে সিনেমা আবার শুরু হয়েছে।

এবার গরমের ছুটিতে স্কুল কলেজ বন্ধ হতেই ছেলে মেয়েরা বায়না ধরলো সিনেমা দেখার। সাধারণত মুভি থিয়েটারে গিয়েই সিনেমা দেখা হয়, কখনো বা বাড়িতে বসে। মাথায় অন্য অভিসন্ধি ঘুরছিলো। দুদিন আগেই অন্য কোথা থেকে যেন শহরে ফিরছিলাম। শহরের বাইরে খোলা মাঠে পর্দা টাঙানো ড্রাইভ-ইন থিয়েটার দেখতে পেয়েছিলাম। আমেরিকায় এসে বহুদিন ধরে লক্ষ্য করেছি ছোট বা মাঝারি শহরে এখনো অনেকে খোলা মাঠে মাঝ রাত্তির অবধি সিনেমা দেখতে ভালোবাসে। কখনো যাওয়া হয় নি। শহরের সীমানায় বিশাল জায়গা জুড়ে ড্রাইভ-ইন সিনেমা। টিকেট কেটে গাড়ি চালিয়ে ঢুকে যাও , বিশাল পার্কিং স্পেস বরাদ্দ প্রতিটি গাড়ির জন্য। দরজা জানলা খুলে গাড়ির মধ্যে বসে পড়ো। ইচ্ছে হলে ফোল্ডিং চেয়ার পেতে বাইরেও বসা যায়। বিরাট খোলা পর্দায় সিনেমা দেখানো হবে আর তার শব্দ পেয়ে যাবে গাড়ির রেডিওর বিশেষ এক চ্যানেলে। ছেলে মেয়েরা প্রথমে মৃদু আপত্তি করেছিল, পরে নতুন একটা অভিজ্ঞতার কথা বলে রাজি করানোর চেষ্টা চললো। ভাগ্গিস ওদের পছন্দের "ডেস্পিকেবল মি ৩" দেখানো হচ্ছিলো, তাই শেষ অবধি গাঁইগুঁই করেও রাজী হলো যেতে।

কতদিন পরে আবার এমন খোলা আকাশের নিচে সিনেমা দেখছি। পপ কর্ন, কোকও জোগাড় করা গেছে। ছেলে মেয়ে বড়ো হয়ে গেছে, তবু ওরা এখনো ছোটদের মতো এনিমেশন, কার্টুন ফিল্ম দেখতে ভালোবাসে। এ ছবিটাও মন্দ নয়। সবার ওপরে কত পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই কালীপূজোর পরে পাড়ার মাঠে পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা দেখানোর কথা। ছবিটা এক সময় শেষ হয়ে আসে এবং শোনা যায় এবার "কারস ৩" দেখানো হবে। একটা টিকিটে নাকি দুটো করে মুভি দেখানো হয়। সবাই হৈ হৈ করে ওঠে খুশিতে। আমি ঘুম পাচ্ছে বলে মৃদু আপত্তি করে হালে পানি পাই না ওদের কাছে। এখন রাত সাড়ে বারোটা। চারিদিক নিঝঝুম। দূরের বাড়ি গুলোর আলো নিভে গেছে অনেকক্ষন। বাতাসে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। জ্যাকেটের চেন ভালো করে বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। গাড়ির স্পিকারে সিনেমার শব্দ কেমন যেন দূর থেকে ভেসে আসা শব্দের মতো শোনাচ্ছে। আকাশে গুরুপূর্ণিমার মস্ত চাঁদ। অজস্র সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। যুক্তিবাদী মস্তিস্ক বলছে মেঘগুলো বাতাসে গতি পেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। মন তা না মেনে বলছে তা কেন, চাঁদটাই ছুটে চলেছে মেঘের পরে মেঘ পেরিয়ে। কখন তন্দ্রা লেগে গিয়েছিলো। ছেলে মেয়েরা বললো তুমি কি দ্বিতীয় সিনেমাটা একটুও দেখলে না। যেন নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়া গেলো বলে মনে হলো। বললাম দেখলাম তো সিনেমা। তবে এ এক অন্য ছবি। আর তার কাহিনীর ব্যাপ্তি সাড়ে চার, পাঁচ দশক জুড়ে। কত্তকালের গল্প সেসব, ঠিক যেন এক বায়োস্কোপ।

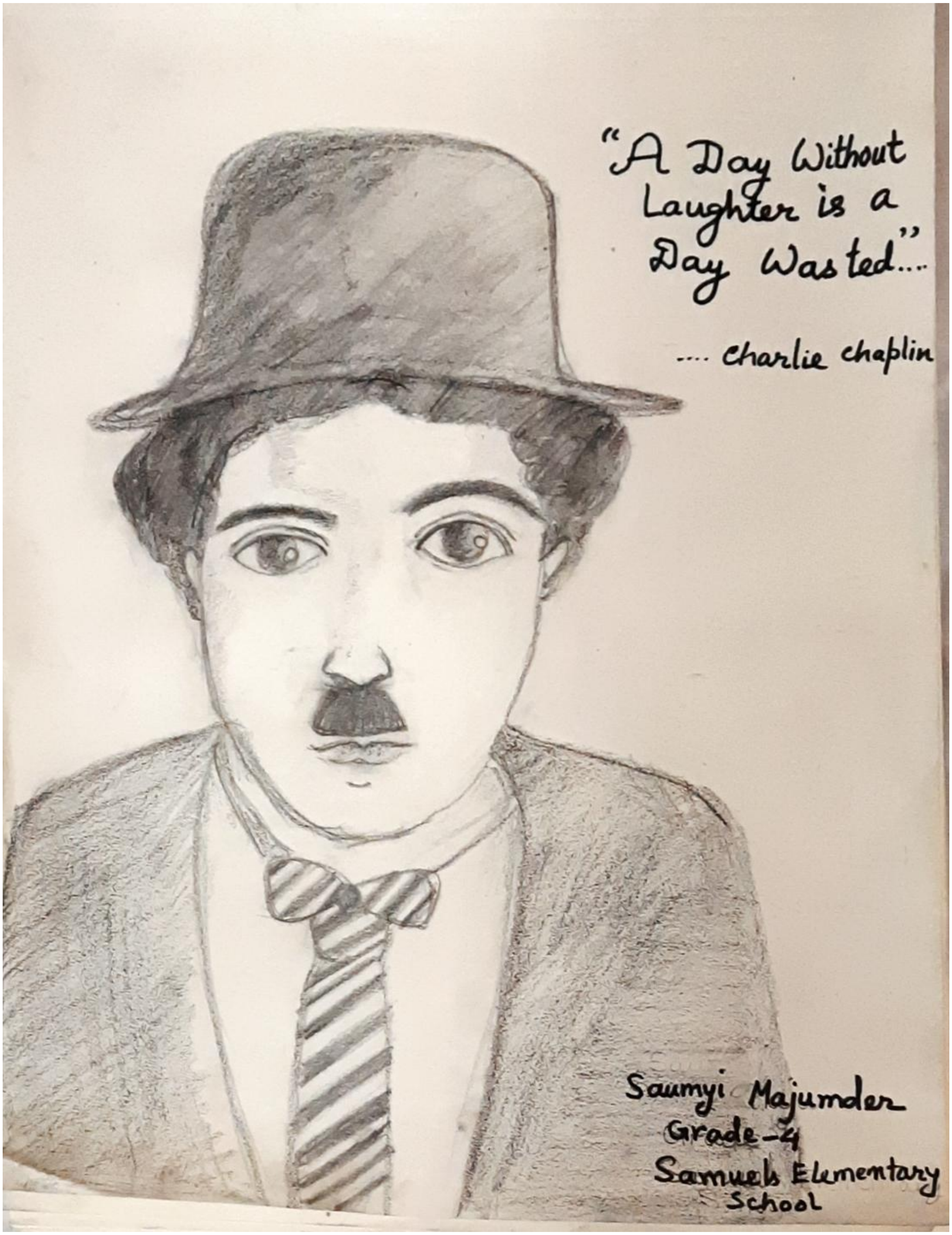
"A Day Without
Laughter is a
Day Wasted"...
.... charlie chaplin
Saumyi Majumder
Grade-4
Samuels Elementary
School

Times of COVID 19

Mita Mukherjee

The bright sky so vividly blue
The wondering clouds floating to and fro
The stalwart pine trees, straight and strong
The spring is finally coming!
A long winter it has been —
The tiny little leaves turning green
The tiny little buds pushing thru
The tiny flowers ready to peep anew
Alas, here comes the frosty snow again
Wiping away the flowers and leaves with disdain!
They turn black and brown and fall to the ground
I stare at them with sadness profound
If nothing, this corona virus has taught us something
Like the snow, from nowhere came this virus
Sweeping thru the world deadly and serious
Life is not to be taken for granted
One day safe and sound, next day totally annihilated!
Be careful how you act and of things you say—-
An angry word leaves an ugly scar
A loving word can easily go so far!
So much better to spread a smile and cheer
Then to see a face filled with fear or a tear
So people, remember words and the feelings are that stay
So be mindful of others and please tread with care!

Retirement blues

Mita Mukherjee

Thirty years off and on

A routine it has been so far

Working, cooking and cleaning and so on

Every hour, every minute spoken for!

The alarm went off at 6 AM, without fail

Punching the snooze button to no avail,

Hurry hurry, rush rush!

Avoid the main traffic crush!

A cozy corner table at work

A sense of mutual respect in fact,

Busy somedays mostly, other days not

Sharing a cup of tea piping hot!

At the end of the day, a job well done

It felt good! A validation and satisfaction for one

After retiring, people say ‘best days are ahead’

If so— somedays why do I feel so empty and sad?

I have to immerse myself in hobbies, I know

Exercise, paint, read and sew!

Ok— fine! I know I cannot turn the clock back!

I should count my blessings and be glad that

I don’t have to give the snooze button a final whack!!